এনডিএম পার্টির গাংনী উপজেলা কমিটি গঠন

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) পার্টির মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় তিন বছর মেয়াদী কমিটি ঘোষনা করা হয়েছে। গতকাল রবিবার দলের মহাসচিব মোমিনুল আমিন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কমিটি ঘোষনার বিষটি নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী উপজেলা কমিটিতে মহিদুল ইসলাম উজ্জল কে সভাপতি এবং আহসান হাবিব কে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। এছাড়া ফরিদা ইয়াসমিন দিপা কে সিনিয়র সহ- সভাপতি, শহিদুল ইসলামকে সহ সভাপতি, ইয়াসাদ আজিম রনিকে সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক, মাহাফুজ্জামান কে যুগ্ম সম্পাদক, সাইফুল ইসলামকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মোফাজ্জল হোসেনকে কোষাধ্যক্ষ মোখলেছুর রহমানকে দপ্তর সম্পাদক, তারিক মাহমুদকে প্রচার সম্পাদক করে কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়। একই কমিটিতে নির্বাহী সদস্য হিসেবে আছেন, হামিদুল ইসলাম, রাসেল আহমেদ, সোহনুর রহমান সোহান, রেবেকা খাতুন, আসমা খাতুন, লিপি সরকার ও শরিফুল ইসলাম।

এনডিএম এর গাংনী উপজেলা কমিটিকে জেলা উপজেলার সকল শ্রেনী-পেশার মানুষ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই সাথে দলের নেতাকর্মীরা জনগণের পক্ষে কাজ করবে এমন প্রত্যাশা করেন জেলার সর্বসাধারণ।

মেহেরপুরে পাটের ভালো ফলনেও দামে হতাশ কৃষক

মেহেরপুরে এবার পাটের ভালো ফলন হলেও কাঙ্ক্ষিত দাম না পাওয়ায় হতাশ কৃষকরা। জমি চাষ, সার, বীজ, পানি, শ্রমিক-সবকিছুতেই খরচ বেড়েছে, কিন্তু বাজারে ন্যায্য দাম মিলছে না। এবছর পাটের দাম মন প্রতি ৪ থেকে সাড়ে ৪ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবী চাষীদের।

এভাবে লোকসান হলে আগামীতে পাট চাষ থেকেমুখ ফিরিয়ে নেবেন চাষিরা।

পর পর বেশ কয়েক বছর সোনালী আঁশ পাটের দাম ছিল নিম্নগামী। “কৃষকরা যে দামে পাট বিক্রি করেন, তাতে খরচই উঠে না। প্রতি বছরই লোকসানে যাচ্ছেন কৃষক।” তবে, এবছর সেই দাম কিছুটা বেড়ে বাজারে এখন সাড়ে ৩ হাজার টাকা মন বিক্রি হচ্ছে। এতে উৎপাদন খরচ কোনো রকম উঠলেও লাভবান হচ্ছেন না কৃষক। পাটের মন প্রতি সরকার চার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা মন নির্ধারণ করার দাবী তাদের।

কৃষকরা জানিয়েছেন, সার, বিষ, পরিবহন খরচ ও শ্রমিকের মজুরি আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে। যার ফলে লাভ তো দূরের কথা, মূলধনই ফিরে পাওয়ায় সংশয় দেখা দিচ্ছে।

“সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া কৃষকের এই অবস্থা থেকে উত্তরণ কঠিন। দাম নির্ধারণ করা হলে কৃষক উৎসাহ পাবে।” স্থানীয় কৃষকদের দাবি, সরকার পাটের মূল্য নির্ধারণ করে সরাসরি পাট সংগ্রহের ব্যবস্থা নিলে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন কৃষক।

মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে জেলায় এবছর ১৬ হাজার ৬৩০ হেক্টর জামিতে পাট চাষ হয়েছে। ফলন ভালো হলেও মূল্য না পেলে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে না। তাই টেকসই পাটখাতে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করাই সময়ের দাবি।

ইচাখালী গ্রামের কৃষক ইদ্রিস আলী জানান, এক বিঘা জমিতে তিনি পাচ চাষ করেছিলেন। জমি চাষ, বীজ বপন, সেচ ও নিড়ানি খরচ বাবদ প্রায় ১২ থেকে ১৪ হাজার টাকা খরচ হয়। ওই জমিতে ১০মন পাট হয়েছে। বিক্রি হয়েছে ২ হাজার টাকা মন। খরচ উঠছে কোন রকম। লাভ হচ্ছে না।

ঊন্দও গ্রামের কৃষক বাবর আলী বলেন, প্রতি বছরই পাটে লোকসান হচ্ছে। তবুও আশায় আশায় পাটের আবাদ করি। এবছরেও দুই বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছি। খরচের টাকা টা কোন রকমে উঠছে। শুধু পরিবারে জ্বালানী হিসেবে পাটকাঠির জন্য আবাদ করি। তবে আগামিতে আর পাটের আবাদ করবো না। বিকল্প আবাদে যাবেন তিনি।

নওপাড়া গ্রামের কৃষক মোছাদ্দেক আলী, ধলা গ্রামের কৃষক জাবের আলী বলেন, আমরা কৃষকম। লাভ আর লোকসান বুঝতে গিয়ে বার বার লোকসান হচ্ছে। তবে পাটের দাম সরকারি ভাবে বৃদ্ধি করা না হলে দেশ থেকে সোনালী আশ এ অঞ্চল থেকে হারিয়ে যাবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে, জেলায় এবছর ১৬ হাজার ৬৩০ হেক্টর জামিতে পাট চাষ হয়েছে। ফলন ভালো হলেও মূল্য না পেলে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে না। তাই টেকসই পাটখাতে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করাই সময়ের দাবি।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন বলেন, কৃষি বিভাগ কৃষকের পাশে থেকে কাজ করছেন। পাট চাষিরা যেনো ন্যায্য মূল্য পাই এবং দালাল ফঁড়িয়া দারা প্রতারিত না হয় সে লক্ষে কাজ করছে কৃষি বিভাগ। তিনি আরও বলেন, কৃষকদের লোকসানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে জানানো হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ হারালেন নারী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে ছাদ থেকে পড়ে কুরছিয়া খাতুন নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন।
নিহত কুরছিয়া গাংনী পৌরসভার চৌগাছা গ্রামের আব্দুল মতিনের স্ত্রী।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ জুলাই) দুপুরের দিকে নিজ বাড়ির দোতলার ছাদ থেকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, কুরছিয়া তার ঘরের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে নারিকেল গাছের পাতা কাটতে গিয়ে নিচে পড়ে যান। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ৫ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গত বুধবার রাত থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন, গাংনীর আমতৈল গ্রামের মৃত আতাহার মন্ডলের ছেলে মোঃ কামরুজ্জামান মন্ডল (৫১), সাহারবাটি গ্রামের মৃত আমীর আলীর ছেলে মোঃ আজমত আলী(৪৭), পুরাতন মটমুরা গ্রামের মৃত জায়েদ আলীর ছেলে মোঃ আনারুল ইসলাম, ধানখোলা গ্রামের আনছার আলীর ছেলে মোঃ লিটন বেপারী এবং তার স্ত্রী মোছাঃ বিথীয়ারা খাতুন বিথী।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলা সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।

দুই মাস ধরে পানিবন্দী শতাধিক পরিবার

মেহেরপুরে চলতি বর্ষায় অতিবৃষ্টিতে পানির নিচে ডুবে গেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রাম। প্রায় দুই মাস ধরে জলাবদ্ধতায় বন্দী হয়ে পড়েছেন এই গ্রামের তিন শতাধিক পরিবার। ভুক্তভোগীদের দাবী পানি নিস্কাশনে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও কালভার্ট নির্মাণের। এতোদিন খোজ না নিলেও ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন আশ্বাস দিয়েছেন অল্পদিনের মধ্যে বিষয়টি সূরাহা করা হবে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বাড়ির চুলা, টয়লেট এমনকি পানির একমাত্র উৎস টিউবওয়েল পর্যন্ত পানির নিচে। রান্না করতে না পেরে কেউ কেউ শুকনো খাবারেই কাটাচ্ছেন দিন। অনেকে আবার বাধ্য হয়ে চলে গেছেন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। এসব পরিবারের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে শিশুদের। রাস্তা পানির নিচে থাকায় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এখন আর বেরোতে পারে না। স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নেমে এসেছে আশঙ্কাজনক হারে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সীমান্তবর্তী রাস্তায় কোনো কোনো কালভার্ট না থাকা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় এই দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। পানি বের হওয়ার পথ নেই।

দীর্ঘদিন পানিবন্দী থাকায় চর্মরোগসহ নানা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছেন নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশু। দ্রুত পানি নিস্কাশনের উদ্যোগ না নিলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। এদিকে পানির দুর্গন্ধে মশা মাছির উপদ্রব বেড়েছে কাজিপুর মিলেটারি পাড়ায়। পানিতে চলাচল করে অনেকের পায়ে দেখা দিয়েছে চর্মরোগ। তবে এখনও পানিবন্দী মানুষের পাশে দাড়াইনি সরকারি-বেসরকারি কেউ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কেউ তাদেও খোজখর না নেয়ায় হতাশ ভুক্তভোগীরা। তবে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের দাবী করেন পানিবন্দী পারিবারগুলি।

এবিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য ফারুক হোসেন জানান, ইউনিয়ন পরিস্থিতি সমন্ধে পর্যবেক্ষণ করেছি। ইউএনও’র সাথে পরামর্শ করে এই জনদূর্ভোগ লাঘবে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহা: আলম হুসাইন বলেন, বিষয়টি আমি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করেছি। খুব দ্রুতই একটি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, আমি মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিবেদকের কাছ থেকে পানিবন্দীর বিষয়টি জানতে পেরে উক্ত কাজিপুর গ্রামে সরেজমিনে গিয়ে দেখে এসেছি। অনেক পরিবারই এখনও পানিবন্দী। দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

রেকর্ড এন্ড ইকুইজেশন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রতিনিধি ও মেহেরপুর সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী। এসময় গাংনী বাজারের বিশিষ্ট জন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

সড়ক বিভাগের সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী (এসডি) মিজানুর রহমান বলেন, আমরা যৌথভাবে তদন্ত করেছি। এই তদন্ত টিমের প্রধান রিপোর্ট লিখবেন। সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে যত দ্রুত সম্ভব যৌথ পরিমাপ করে বিষয়টি চুড়ান্ত করার জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি বলেন, জেলা পরিষদের দাবি একটা প্লট, আর আমাদের দাবি আরেকটা প্লট। আসলে ওদের (জেলা পরিষদের) কাগজপত্র যেটা ওদের কাগজপত্র অনুযায়ী ওদের প্লট যেটা আমরা সেটা চাইনি। আমরা যেটা চাচ্ছি জেলা পরিষদ সেটা মানছেন না। এসডি মিজানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনারা নিজেদের জমি চাইলে জেলা পরিষদ মানবেনা কেনো? এব্যাপারে তিনি বলেন, আমরা আমাদের জমি চাচ্ছি, জেলা পরিষদের আটকানোর বিষয়ও না, কিন্তু তারা যৌথ পরিমাপ করছেনা। যৌথ পরিমাপ করলেই তো বোঝা যেতো এটা আমাদের নাকি তাদের প্লট।

সড়ক বিভাগের জায়গা ফেলে রেখে জেলা পরিষদের জমিতে যেতে চাচ্ছেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এব্যাপারে কোনো কথা বলার এখতিয়ার আমার নেই। আমি কোনো কথা বলবোনা। এটা এখন ডিডি সহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিষয়। তারা জ্যান্ডিলিংখ করছে আপনি তাদের কাছে প্রশ্ন করেন।

মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশে সব চাইতে বড় ঘটনা হলো জুলাই অভ্যুত্থান -মনির হায়দার

প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচীব (ঐকমত্য) সাংবাদিক মনির হায়দার বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশে সব চাইতে বড় ঘটনা হলো জুলাই অভ্যুত্থান। মুক্তিযুদ্ধের পর গত ৫৩ বছরে বাংলাদেশে এত বড় ঘটনা আর ঘটেনি। শুধু বাংলাদেশে নয় পৃথিবীর কোনো জায়গায় এতবড় ঘটনা

ঘটেনি। যে ঘটনার মধ্যে দিয়ে সরকার, মন্ত্রী, এমপি এমনকি মসজিদের ইমাম পর্যন্ত পালিয়ে গেছে।

আজ শনিবার বিকালে গাংনী মিনি স্টেডিয়ামে জুলাই অভ্যুত্থান ফুটবল টূর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলার উদ্বোধনপূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মনির হায়দার আর বলেন, জুলাই পরবর্তী বাংলাদেশে বিএনপি জামায়াতে ইসলামী এনসিপিসহ অন্যান্য দল থাকবে। শুধু ফ্যাসিবাদ আওয়ামী লীগ থাকবেনা। এদেশ ফ্যাসিবাদ আর কখনো ফিরে আসতে পারবেনা উল্লেখ করে মনির হায়দার বলেন, বিএনপি জামায়াত এনসিপি রাজনৈতিক কারণে তর্ক বিতর্ক বা ঝগড়া করবে কিন্তু ফ্যাসিবাদের ব্যাপারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা কেউ কারোর শত্রু না, আমাদের একমাত্র শত্রু ফ্যাসিবাদ।

মনির হায়দার বলেন, ফুটবল টূর্ণামেন্ট শুধু একটি খেলা নয়, খেলা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেই। জুলাই ২৪ আমাদের শিখিয়েছে ২০২৪ এর আগে এবং পরের বাংলাদেশে রাত আর দিনের সমান তফাৎ।

তিনি জুলাই প্রসঙ্গে আরও বলেন, জুলাইয়ের ঘটনা আমাদের আপন করতে হবে। জুলাই আন্দোলনকে আমাদের চলাই বলাই রাতে দিনে সব সময় স্বরণ করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)’র কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সহকারী অ্যাটর্ণী জেনারেল অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

এসময় আরও বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজক গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ।

পরে প্রধান অতিথি মনির হায়দার দু দলের ফুটবলারদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এছাড়া ফুটবলে কিক দিয়ে খেলার উদ্বোধন।

পৌর বিএনপি’র নতুন সভাপতি মেঘলা, সম্পাদক সাইদুল

দীর্ঘ ১৬ বছর পর উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল। গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন ও পাইরা উড়িয়ে কাউন্সিলের উদ্বোধন করা হয়।

কাউন্সিলের প্রধান অতিথি ছিলেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ সোহরাব হোসেন। উদ্বোধন ঘোষণা করেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সদস্য আলমগীর খান সাতু, ইলিয়াস হোসেন, আব্দুল্লাহ, হাফিজুর রহমান হাফি, হামিদুল হক, রেজাউল হকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী। সভাপতিত্ব করেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম।

উপজেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে রায়পুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু এবং সাধারণ সম্পাদক পদে বামুন্দি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আওয়াল হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এদিকে কাউন্সিলরদের গোপন ভোটে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন আবদাল হক (হরিন) ৪০৯ ও মনজুর হোসেন টনিক (টিউবওয়েল) ৩৬০ ভোট।
এদিকে পৌর বিএনপি’র কাউন্সিলে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন। মোট ভোটার ছিলেন ৬৩৯ জন। সভাপতি পদে মকবুল হোসেন

মেঘলা (আনারস) ৫০৩ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আতিয়ার রহমান (চেয়ার) পান ৫৬ ভোট এবং মনিরুজ্জামান গাড্ডু (ছাতা) পান ৫৪ ভোট। এছাড়া ২৬টি ভোট বাতিল হয়।

সাধারণ সম্পাদক পদে সাইদুল ইসলাম (ফুটবল) ৩৯৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী

হন। আব্দুল্লাহ হিল মারুফ পলাশ (মোরগ) পান ২১৫ ভোট। ৩০টি ভোট বাতিল হয়। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে অ্যাডাম সুমন (টিউবওয়েল) ৪৫২ ভোট, ইমন হোসেন (হরিণ) ৩৩৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়। এখানে ১৯টি ভোট বাতিল হয়।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র কাউন্সিল উপলক্ষে আলোচনাসভা

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ষোল বছর পর গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল উপলক্ষে সম্মেলন শুরু হয়েছে।

জাতীয় ও দলিয় পতাকা উত্তোলন ও গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে শান্তির প্রতিক কবুতর উড়িয়ে সকাল ১১ টার সময় দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির স্থানীয় বিষয়ক সম্পাদক, সাবেক এমপি অধ্যক্ষ সোহরাব হোসেন ও উদ্বোধক মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচীব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সদস্য আলমগীর খান সাতু, ইলিয়াস হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, হাফিজুর রহমান হাফি, হািমিদুল হক, রেজাউল হক, আখেরুজ্জামানসহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।
গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক টিমের আহ্বায়ক সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে কাউন্সিল উপলক্ষে আলোচনা সভায় উদ্বোধক জাভেদ মাসুদ মিল্টন উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম অধিবেশনে আলোচনা সভা ও দ্বিতীয় অধিবেশনে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

জলাবদ্ধতা ও হাটের দখলে ব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম

বর্ষাকালে হাটু পানিতে জলাবদ্ধতা ও সপ্তাহে দুদিন হাট বসে বিদ্যালয় মাঠে। এ দুই ভোগান্তিতে বিপর্যয়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান। প্রতিনিয়ত ভোগান্তিতে পড়ছে ওই স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এ ভোগান্তি নিয়ে দিনের পর দিন উপজেলা ও জেলা পযার্য়ের বিভিন্ন দপ্তরে ধর্ণা দিয়েও কোন সমাধান হয়নি।

১৯৩৫ সালে ৬৪ শতক জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি বর্তমানে অবকাঠামোগত সংকটে রয়েছে। চারটি শ্রেণিকক্ষ থাকলেও তার মধ্যে দুটি টিনশেডে। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ১৬০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে ২১ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৩০ জন, তৃতীয় শ্রেণিতে ৩৪ জন, চতুর্থ শ্রেণিতে ৩৫ জন এবং পঞ্চম শ্রেণিতে ৪০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। সুষ্ঠু ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে বৃষ্টির পানিতে পুরো এলাকা জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে, শিক্ষার্থীদের আসা—যাওয়ায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ফলে শিক্ষা কার্যক্রমও প্রতিদিনই বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

শুধু বর্ষাকাল নয়, শুষ্ক মৌসুমেও হাটের জন্য সমস্যার শেষ নেই। স্কুল চত্বরজুড়ে গরু—মুরগি, দোকানপাট ও লোকজনের কোলাহল পাঠদানকে করে তোলে দুঃসাধ্য।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মাবিয়া সালমা বলেন, “বিদ্যালয়ের পরিবেশটি বর্তমানে শিক্ষার অনুপযুক্ত। বর্ষায় পানি জমে যায়, আবার হাট বসায় ক্লাস নেওয়াই কষ্টকর হয়ে যায়। অনেক সময় আমরা শিশুদের নিরাপত্তা নিয়েও শঙ্কায় থাকি। বারবার বলা হলেও স্থায়ী কোনো সমাধান পাচ্ছি না।”

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান জানায়, “আমার বই খাতা ভিজে যায়। হাট বসলে অনেক লোক আসে, ক্লাস করতে পারি না। তখন অনেক শব্দ হয়।” চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী রিমা খাতুন জানায়, “পানির ভেতর দিয়ে হেঁটে স্কুলে আসি। কেউ কেউ পড়ে যায়। আমাদের ক্লাসরুমেও

পানি ঢুকে যায় মাঝে মাঝে।” পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী রবিউল জানায়, “হাটের জন্য জায়গা থাকে না। গরু—মুরগি থাকে সামনে। তখন আমরা স্কুলে আসতেও ভয় পাই।”

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ রুহুল আমিন বলেন— “বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের অবৈধ হাট উচ্ছেদের বিষয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়ের জলাবদ্ধতা নিরসনে উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে।”